



উপজেলা পরিক্রমা

হাইমচর

চাঁদপুর, ৫ এপ্রিল (সংবাদদাতা)।— হাইমচর চাঁদপুর, চাঁদপুর জেলার একটি অনন্য উপজেলা। হাইমচরের ঐতিহাসিকতা 'হাওড জর্নাল' 'ইলিশ' ও 'মইশেরচর'— এই নিয়ে হাইমচর। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও হাইমচর চাঁদপুর থানার অন্তর্গত ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে উপজেলায় উন্নীত হয়েছে। উপজেলার আয়তন ৫৬৮২ বর্গমাইল। ভূমি ৩৬ হাজার ৩৬৫ বর্গ একর। মেঘনার পূর্ব তীরে অবস্থিত এ উপজেলার পশ্চিমাতলের বেশ কিছু অংশ মেঘনার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ৬টি। গ্রাম সংখ্যা ৬১টি, মৌজা ২৬টি। হাট-বাজার ৮টি। অধিবাসীদের ৮০% মৎস্যজীবী ও পান চাষী।

শিক্ষা

উপজেলায় শিক্ষার মূল নিম্নমান। শিক্ষিতের হার ১০%। কলেজ ১টি, উচ্চ বিদ্যালয়, মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক ৮টি, মাদ্রাসা সিনিয়র/জুনিয়র ৭টি, মহিলা দাখেল মাদ্রাসা ১টি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৪, বেসরকারী ৮টি। এবতেদায়ী মাদ্রাসা ১৩টি। মসজিদ সংখ্যা প্রায় ১৫০টি ও মন্দির ২৫টি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অধিকাংশ ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক সমস্যা বিরাজিত।

স্বাস্থ্য

হাইমচর উপজেলায় ১টি মাত্র স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র রয়েছে তাও শুষ্কশূন্য। ফলে, ট্যাবলেট ও লাল পানি ছাড়া রোগীদের ভাগ্যে কিছু জুটে না। এতে করে জনগণের কোন উপকার হয় না। প্রস্তাবিত সরকারী হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও আজ পর্যন্ত হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনের কোন লক্ষণ

দেখা যাচ্ছে না।

যোগাযোগ

উপজেলার মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল। ডিসি রোড বর্তমান বেড়ীবাধ ১২ মাইল। মেঘনা নদী উপজেলার পশ্চিম তীর জুড়ে প্রায় ২০ মাইল। এছাড়া চরভৈরবী বাজারের পাশে ওয়াপদার বড় পিটখালের উপর ত্রিজটি নির্মাণ না হওয়ায় জনগণের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

কৃষি

উপজেলায় শিক্ষিতের হার কম হওয়ায় বেশীর ভাগ লোকই কৃষি ও মৎস্যজীবী। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকের সংখ্যা অনেক। বাস্তহারা ভূমিহীন প্রায় ২ হাজার।

এরা মানববৈতরণ্যে জীবন-যাপন করছে। কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকতম হয়নি।

উপজেলায় চাষের আযোগ্য ২ হাজার ৬৫ একর। পতিত জমি ১৯ হাজার ৮৩৫ একর। একফসলী জমি ৪৮০০ একর। দুই ফসলী জমি ৪ হাজার একর তিন ফসলী ১১ হাজার ৭শ একর। মোট ফসলী জমি ৪২,২০০ একর। বনভূমি ২৪১৩ একর ও মোট ফসলী জমি ৪২,২০০ একর।

হাট-বাজার

উপজেলার হাট-বাজারগুলো মওসুমী ব্যবসায় জমজমাট। এছাড়া পান ও মাছ গরু-ছাগল উপজেলা সদর হাইমচর প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র।

বিদ্যুৎ

উপজেলা বাজারগুলোতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকলেও উপজেলার পল্লীতে পল্লী বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ এ ব্যাপারে নীরব। অপরদিকে বাজারে বিদ্যুতায়নের ফলে ছোট-ছোট কারখানা, কুটির শিল্প গড়ে উঠলেও বিদ্যুতের অনিয়ন্ত্রিত পরিচালনা ব্যাহত হয়ে পড়েছে।